যুগান্তর

তারিখ ২৭/৫/২০০৮
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

জেলা পর্যায়ে ৬৪টি বিশেষায়িত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা

দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরিই মূল লক্ষ্য

মুসতাক আহমদ

জেলা পর্যায়ে ৬৪টি 'বিশেষায়িত মাধ্যমিক বিদ্যালয়' নির্মাণের চিন্তা-ভাবনা করছে সরকার। শহর ও গ্রামের মধ্যেকার শিক্ষার মানে সমতা আনা ও বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এদের স্বতন্ত্র স্কেলে বেতন-ভাতা দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে সরকার পৃথকভাবে প্রয়োজনীয় আইনও করবে। এসব বিদ্যালয়ে শতভাগ শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতা ও মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। কোন কোটা থাকবে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, অর্থ মন্ত্রণালয় এ খাতে প্রয়োজনীয় সব অর্থ প্রদানের আগ্রহ দেখিয়েছে। যে কারণে এসব বিদ্যালয় স্থাপন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ওই সূত্র আরও জানায়, পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায়েও একটি করে বিশেষায়িত বিদ্যালয় নির্মিত হবে। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকারের ২০২১ সালের ভিশন অর্জনের অংশ হিসেবে ব্যাপক এবং বিপ্লবাত্মক কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে এসব বিদ্যালয়। বর্তমানে দেশের ৩০৬টি উপজেলায় একই লক্ষ্যে বেসরকারি

বিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বিদ্যালয় : স্থাপন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিদ্যালয়গুলোকে মডেল বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কার্যক্রম চলছে। নিয়ম অনুযায়ী এক উপজেলায় একটি করে বিদ্যমান বিদ্যালয় প্রকল্পের অধীনে এসেছে। প্রায় ৪৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন ওই প্রকল্প বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শুরু হয়। ওইসব বিদ্যালয়ের কাজ যথারীতি (প্রকল্প অনুযায়ী) চলবে। তবে সরকার মনে করছে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০৬টি বিদ্যালয়ের কেবলমাত্র অবকাঠামো উন্নয়নের দিকটি প্রাধান্য পাচ্ছে। কিন্তু মানসম্পন্ন শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার উৎকর্ষতা সাধনের মতো লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

শিক্ষা ও অর্থ উভয় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, 'গুণগত শিক্ষার অন্বেষা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হবে এসব স্কুল। 'দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরি' এই একটিমাত্র উদ্দেশ্য হল এসব স্কুল তৈরির। লক্ষ্য অনুযায়ী এসব বিদ্যালয়ে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হবে। এজন্য বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি ভাষা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কোচিং-টিউটরের দ্বারস্থ হবে না। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন ব্যয় নির্বাহে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে বছরে কমপক্ষে দু'মাস বিভিন্ন অফিস ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হবে। তাদের গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ে শিক্ষা কর্মশালায়ও চালানো হবে। স্কুলগুলোতে শিক্ষা-প্রযুক্তি চর্চার পাশাপাশি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা এবং অডিও ভিজ্যুয়াল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে পৃথক বেতন স্কেলের পাশাপাশি পদোন্নতি নীতিমালাও থাকবে; যা নতুন করে তৈরি করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের কারণেই মূলত তারা অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়ে বাস্তবায়ন করতে পারেন না। সুতরাং অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের প্রস্তাবনা আসায় তারা খুশি এবং এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদনের পর দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন।

সূত্র জানায়, সম্প্রতি সরকারের অর্থ বিভাগ দেশে এক সমীক্ষা চালায়। তাতে দেখা গেছে, মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রাজধানী ও মহানগরকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। দেশের দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ এলাকা তুলনামূলকভাবে আধুনিক ও উন্নততর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আর এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হচ্ছে মানসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষকের অভাব। অর্থ বিভাগ এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আরও বলেছে, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি জরুরি। কিন্তু এ যাবৎ ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ছাড়া আর কোনদিকে নজর দেয়া হয়নি। জানা গেছে, সরকার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে বিশেষ করে ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সাড়ে ৫২ হাজার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনায় এনেছে। অর্থ বিভাগের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৮ সালে মোট জিপিএ-৫ এর ১১ দশমিক ১২ ভাগ ঢাকা ও ১০ দশমিক ৮০ ভাগ চট্টগ্রামে পেয়েছে। পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর মধ্যে সিলেট ও বরিশাল চিহ্নিত হয়েছে। এ দু'জেলায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার যথাক্রমে ৩ দশমিক ৪৬ ও ৪ দশমিক ৯৫ ভাগ। ড্রপআউটের হারও ওই দুই বিভাগের বাইরে বিশেষ করে বরিশাল, রাজশাহী ও খুলনায় বেশি। অর্থ বিভাগ বলেছে, তারা পৃথক এক প্রতিবেদনে পেয়েছে যে, অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের ৮০ ভাগই গণিত বা ইংরেজি বা উভয় বিষয়ে খারাপ করে। গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানে এ দুই বিষয়সহ বিজ্ঞানের শিক্ষকের অভাব প্রকট। শহর পর্যায়ে এই দুই বিষয়ের শিক্ষক পাওয়ার কারণ হচ্ছে টিউশনি ও কোচিং ব্যবসা; যা গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তারা (শিক্ষক) আশা করে না। ফলে ওইসব অঞ্চলে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে।